দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 OCT 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

193

বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের বেতন-ভাতা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর মেরুদণ্ড তৈরীর কারিগর হলেন সম্মানিত শিক্ষক সমাজ। শিক্ষকতা মহান পেশা বলে আমরা সবাই উল্লেখ করি। মহান পেশার বেতন-ভাতাও সবচেয়ে বেশী হওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু প্রকৃত সত্য তার উল্টো। অধিকন্তু শিক্ষক সমাজের একটা বৃহত্তর অংশ (মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে) মাসিক বেতনও মাস শেষে পান না। ২৫শে আশ্বিন '৯৫ সংবাদ-এ প্রকাশিত জনৈক প্রধান শিক্ষক শিশুরঞ্জন বণিকের চিঠিটি পড়ে শিক্ষক সমাজের দুরবস্থার হালহকিকত সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের হার খুবই নগণ্য। গ্রাম বাংলার প্রায় সকল উচ্চ বিদ্যালয়ই বেসরকারী। এই বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকগণ আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছেন। গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষকের, ক্ষেতমজুরের সন্তানেরা নির্ধারিত হারে মাসিক বেতন প্রদানে অপারগ। গ্রামবাংলার স্কুলগুলোতে ছাত্র বেতনের হার আপেক্ষিকভাবে কম। ছাত্র সংখ্যাও কম। ফলশ্রুতিতে সরকার ঘোষিত স্কেল অনুযায়ী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে পারিশ্রমিক লাভ এক সোনার হরিণ। তাদের একমাত্র ভরসা সরকার কর্তৃক দেয় বেতন ভাতা। মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরায়। শিক্ষকের আর্থিক দৈন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। গ্রাম বাংলার স্কুল থেকে ভালো রেজাল্ট করা বা ভালো ছাত্র হওয়ার অন্তরায়ের পেছনে এটাও একটা কারণ।

গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীরা সরকারের বৈষম্য নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরস্পর নির্ভরশীল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কারণে একের অসুবিধা অপরের উপর প্রভাব ফেলে।

অতএব, বেসরকারী শিক্ষকগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমরাও বলতে চাই: সম্মানিত শিক্ষকগণকে মাস শেষে বেতন/ভাতা পরিশোধ করা হোক এবং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও তা চালু করা হোক।

শিক্ষক সমাজকে উপেক্ষা করা মানে পুরো শিক্ষাক্ষেত্রকেই অবহেলা করা। শিক্ষকগণের বেতন আকর্ষণীয় করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা উচিত দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। সকল চাকরিজীবীদের বেলায় যেখানে মাসিক পারিশ্রমিক দেয়া হয় সেখানে বেসরকারী শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে তিন মাস অন্তর অন্তর বিল পাশ করার মানে বেসরকারী শিক্ষকগণকে হেয় চোখে দেখা ও শিক্ষকগণের আর্থিক দুর্ভোগকেই বৃদ্ধি করা।

তাই অতিসত্বর এই উদ্ভট বৈষম্যমূলক নীতি দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন এটাই প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির দাবী।

মো: রিয়াজুল হক,
৩৪৪, শাহ আমানত হল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণের আবেদন

মথুরাপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যশোর জেলাধীন যশোর সদর উপজেলার অন্তর্গত ৩ নং ইছালী ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামে অবস্থিত। অত্র এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৫৮ ইং সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, সদাশয় সরকার যেখানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে দেখিতেছেন সেখানে প্রায় তিন যুগ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে সরকারী অর্থানুকূল্য অনুমোদন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়টির চারজন শিক্ষকের বেতন, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ ও মেরামতসহ আনুষংগিক খরচাদি এ যাবৎকাল স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনগণই বহন করিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়টিতে অধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিদ্যালয়টির অবস্থা এতই করুণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, এই ৩০০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে। পর পর দুই বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ফসলহানির ফলে বিদ্যালয় গৃহের মেরামত, শিক্ষকদের বেতন ও আনুষংগিক খরচাদি চালানো স্থানীয় জনগণের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে এই রোদ-বৃষ্টির দিনে সরলপ্রাণ ছাত্রছাত্রীরা খোলা আকাশের নীচেই কোন প্রকারে লেখাপড়া চালাইয়া যাইতেছে। তাই দেশের শিক্ষানুরাগী দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি বিদ্যালয়টিকে এহেন করুণদশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এই ঐতিহ্যবাহী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারী অনুদান ও সরকারীকরণ করিবার জন্য আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অন্যথায় অর্ধশতাব্দীর পুরাতন ঐতিহ্যবাহী এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হইতে পারে ও এতদঞ্চলের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার দ্বারও সেই সাথে চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে।

মো: রুস্তম আলী
প্রবালী ব্যাংক, ঢাকা।